আমাদের সময়

তারিখ 25 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষার ভিত নড়বড়ে

অবিলম্বে শিক্ষক সংকটের অবসান করা হোক

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা গড়ে তোলে সুনাগরিক। শিক্ষা বিস্তারের সাফল্যের ওপরই একটি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভরশীল। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষার মূল স্তম্ভ প্রাথমিক শিক্ষা। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত হলো প্রধান শিক্ষক। দুঃখজনক বিষয় হলো, সেই প্রধান শিক্ষক নেই দেশের ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ফলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে শিক্ষাব্যবস্থা। অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে পাঠদানে। ব্যাহত হচ্ছে প্রশাসনিক কাজও। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে আসে।

> প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষিত জনবল নিয়োগ, কারিকুলাম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে নিতে হবে

ভিত যদি নড়বড়ে হয়, তাহলে পুরো শিক্ষাই নড়বড়ে হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হচ্ছেও তাই। আমাদের উচ্চতর শিক্ষার যে দৈন্যদশা, তা প্রাথমিকেরই পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়। ভিত্তি যদি শক্ত হয়, তাহলে মূল অবকাঠামোও শক্ত ও মজবুত হতে বাধ্য। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকলে আগা নির্গলদ হবে কী করে? প্রাথমিকের ভিত্তি মজবুত হলে যে কোনো স্তরের ছাত্রছাত্রী ভালো করবে– এটিই স্বাভাবিক।

সহকারী শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণির। তাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পদ পূরণের উদ্যোগ নিতে পারে। তবে বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। এই পদে ৬৫ শতাংশ পদোন্নতি ও ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। যেহেতু বর্তমানে পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির, তাই আইন অনুযায়ী এই পদ পূরণের জন্য সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসির ভূমিকাই মুখ্য। এ জন্য দ্রুত কাজ করতে হলে দরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সমন্বিত উদ্যোগ। তাছাড়া মামলা-মোকদ্দমার কারণেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করতে অপেক্ষা করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষিত জনবল নিয়োগ, কারিকুলাম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে নিতে হবে। সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বাড়াতে হবে বিনিয়োগ। আমরা অবিলম্বে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের অবসান চাই।